দেশি মাগুরের চাষ

বাচ্চা ছাড়ার সময়ঃ

জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন।

দেশি মাগুর চাষের উপকারিতাঃ

এটি খুবই সহজ পাচ্য, শিশু থেকে বৃদ্ধ, রুগি থেকে সুস্থমানুষ সবাই এই মাছ খেতে পারে। বর্তমানে এই মাছ লুপ্তপ্রায় বললেও চলে। এটি চাষের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। এবং বাজারে মূল্য অন্য মাছের তুলনায় অনেক বেশি।

পুকুর তৈরীঃ

বিঘা প্রতি গোবর ১২০০ কেজি, ফসফেট ৪৮ কেজি, চুন ৩৬ কেজি এবং সর্ষের খোল বা মহুয়ার খোল চাষির সাধ্যমত দিলে হবে না দিলেও ক্ষতি নেই। ১ ফুট থেকে দেড় ফুট জলের গভিরতায় সার প্রয়োগ করতে হবে। উপরিউক্ত দ্রব্যগুলি সবই একইদিনে একসাথে জলে দিতে হবে।

হোড়া টানাঃ

গোবর দেওয়ার ৮ দিন পর থেকে হোড়া টানতে হবে ১৩ দিন পর্যন্ত।

মাগুরের বাচ্চা ছাড়ার নিয়ম ও পরিমানঃ

১ বিঘা জলাশয়ে ৭০০০ বাচ্চা ছাড়া যাবে। মাগুরের বাচ্চা ছাড়ার পুর্বে জলাশয়ের জলের নিচের মাটিতে ১মিটার x ১মিটার কাপড়ের টুকরো টান টান করে পেতে রাখতে হবে। যে পাত্রে করে বাচ্চা আনা হবে সেই পাত্র টিকে ওই জলাশয়ে ১৫ মি রেখে দিতে হবে। জলাশয়ের জল অল্প অল্প করে ওই পাত্রে দিতে হবে। জলাশয়ের জলের তাপমাত্রা এবং পাত্রের জলের তাপমাত্রা এক হওয়ার পর বাচ্চাগুলিকে পেতে রাখা কাপড়ের উপর ছাড়তে হবে। বাচ্চাগুলি কিছু সময়ে জলাশয়ের কাপড়ের উপর চুপ করে পড়ে থাকবে। তারপর বাচ্চাগুলি নিজে থেকে চলে যাবে। বাচ্চাগুলি চলে যাওয়ার সাথে সাথে কাপড়টিকে জলাশয়ে থেকে তুলে নিতে হবে। যখন জলাশয়ে বাচ্চা ছাড়া হবে তখন জলাশয়ে জলের গভিরতা ৮ ইঞ্চি থেকে ১ ফুটের বেশি যেন না হয়। বাচ্চা ছাড়ার ২ থেকে ৩ দিন পর থেকে জল বাড়াতে হবে।

মাগুর চাষের জলাশয় কেমন হবেঃ

পুকুর লম্বা ও চারকোনা হলে ভালো হয়। জলাশয়ের একটা ছোটো অগভির পুকুর থাকতে হবে।

জলাশয়ে জলের উচ্চতা ২ ফুট থেকে ৩ ফুটের বেশি যেন না হয়। ১ কেজি মাগুরের বাচ্চা ১০০ টি হবে এইরকম সাইজের মাগুরের বাচ্চা জলাশয়ে ছাড়তে হবে। বাচ্চা ছাড়ার আগে মেথিওনিন ব্লু ১ গ্রাম ১০ লিটার জলে গুলে ওই জলে বাচ্চাগুলিকে ৫ মিনিট রাখার পর ছাড়তে হবে।

খাদ্য অভ্যাসঃ

দেশি মাগুর সাধারনত রাত্রে খেতে ভালোবাসে। প্রথমত এদের প্রতি ৬ ঘন্টা বাদে বাদে খাদ্য দিতে হবে। দিনে ২ বার ও রাতে ২ বার। দৈহিক ওজনের ২০% হারে খাদ্য দিতে হবে মাছ কে। এরা আমিষ খাদ্য ভালোবাসে। সুটকি মাছ, গেড়ির মাংস, গুটিপোকার ডিম, মাছির ডিম ইত্যাদি।

আলোক ফাঁদের মাধ্যমে মাছের খাদ্য জোগান দেওয়াঃ

সন্ধ্যা ৬ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত, রাত ৩ টে থেকে সকাল ৫ টা পর্যন্ত প্রতিদিন আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। বাইরের পোকা উড়ে এসে জলে পড়বে, মাছ ওই পোকা খেতে পছন্দ করে।

জালঃ

মাসে ১ বার করে জলাশয়ে জাল দিয়ে মাছের শরীর স্বাস্থ্য দেখতে হবে।

রোগ ও প্রতিকারঃ মাছের রোগগুলি হল মাথার খুলি কাটা, পেট কাটা, লেজ ও পাখনা পচা, গায়ে লাল লাল চাকা চাকা দাগ। ১ কেছি খাদ্যর সাথে ২ মিলিগ্রাম অক্সি টেট্রাসাইক্লিন ও ২ মিলিগ্রাম হোস্টা সাইক্লিন মিশিয়ে দিনে ১ বার করে ৭ দিন খাওয়াতে হবে। জলাশয়ে মেথিওনিন ব্লু জলে গুলে দিতে হবে অথবা ১ বিঘা জলাশয়ে ১ কেজি নিমপাতা এবং ৪০০ গ্রাম হলুদ একসাথে বেটে জলে গুলে জলাশয়ে দিলে খুব ভালো কাজ হবে অথবা সিফ্রান ৫০০ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট খাওয়ালে ১০ কেজি খাদ্যর সাথে মিশিয়ে দিনে ১ বার করে ৭ দিন খাওয়ালে ভালো কাজ করবে অথবা কোটারোম্যাক্স জলে ৬০০ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট ১০ কেজি খাদ্যর সাথে মিশিয়ে দিনে ১ বার করে খাওয়ালে ভালো কাজ করবে।

উৎপাদনঃ বিঘা প্রতি উৎপাদন ৪-৫ কুইনটল।

পরিচালনায় ঃ

জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

গ্রাম ঃ- জয়গোপালপুর, পোঃ- জে.এন.হাট

বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩ ৩১২

ফোন ঃ-

JOYGOPALPUR GRAM VIKASH KENDRA

সহযোগিতায় ঃ

IGF Danmark

আই.জি.এফ ডেনমার্ক

Seniorer uden Grænser Seniors Without Borders

এস.ইউ.জি ডেনমার্ক